সংবাদ

018

তারিখ ... 07 SEP 1985
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৯২

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুযোগ দিন

পরীক্ষা বিদ্যাশিক্ষার মাপকাঠি না শিক্ষার্থীদের ঠেকানোর এক ধরনের ব্যবস্থা ? পঁচাশির এস, এস, সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকের মনে জেগেছে এই প্রশ্নটা। গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তার ওপর তিন লাখ উনিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবারের পরীক্ষায় অংশ নিলেও তাদের অধিকাংশ পাসের বেড়া ডিঙ্গাতে পারেনি। পাস ও ফেলের হার যথাক্রমে ছেচল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ ও তিপ্পান্ন দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ। পুরনো ও নতুন দুই সিলেবাস অনুযায়ী পচাঁশির এস, এস, সি পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু কোন সিলেবাসের পরীক্ষার্থীরাই সুবিধা করতে পারেনি। সিলেবাস বদলানো, নতুন বই বের করা, প্রশ্নের ধারা ঠিক করা প্রভৃতি ব্যাপারে অযথা সময় ব্যয় এবং পরীক্ষার পাঁচ/ছয় মাস আগে পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে কর্তৃপক্ষের অস্থিরতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার শিকার হয়ে আটকে গেছে এক লাখ বাহাত্তর হাজারেরও বেশী পরীক্ষার্থী। এদের একটা বছর এভাবে নষ্ট ইতিমধ্যেই হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো হতে পারে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা উদ্বিগ্ন এবং অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত। কারণ কর্তৃপক্ষের মতিগতি এখনো কারো কাছেই পরিষ্কার নয়। এদেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা অনবরত যা করে চলেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। সিলেবাস, পাঠ্য বিষয় ও বই বদল, পরীক্ষার ধারা পরিবর্তনে তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই। এমনি ঘন ঘন পরিবর্তনের সাথে তাল রাখতে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা গিনিপিগের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। পাঠে বিভ্রান্ত হওয়ার পরে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে তাদের হুমড়ি খেয়ে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। চারদিকে অগোছালো অবস্থা ও ব্যবস্থা সত্ত্বেও পাসের বেড়াটা শক্ত করে বাঁধার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখা হয়নি। গ্রেস মার্ক দিয়ে উদারতা দেখানো কিংবা পাঁচ/দশ নম্বরের জন্য একটা বছর মাটি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও বিবেচনার মধ্যে এবার কর্তৃপক্ষ কেন রাখেননি সেটা কেবল তাঁরাই জানেন। যত বেশী সম্ভব ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চতর পর্যায়ে যাওয়ার আগে ঠেকিয়ে রাখাই যদি এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এর ফলে দেশ ও জাতির কি কল্যাণ হবে ও শিক্ষা তরণীটি কতখানি বেগবান হতে পারবে সেটা একটু ভালভাবে ভেবে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাতে চাই। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বশীল দু'টি সমিতি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনার যে অনুরোধ জানিয়েছেন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। প্রায় পৌনে দু'লাখ পরীক্ষার্থীর এক বছরের শিক্ষাকাল বরবাদ, তাদের অভিভাবকদের আরো অর্থদণ্ড এবং যেসব স্কুলের ফল খারাপ তাদের সরকারী অনুদান বন্ধ ও স্বীকৃতি বাতিল আর শিক্ষকদের দুর্নাম এইতো এবারের কঠোরতার নেট ফল। এমন ফল সৃষ্টির ব্যবস্থায় বাহাদুরি কোথায় তা কি একবার বুঝবার চেষ্টা করা হবে না ?

পঁচাশির এস,এস,সি পরীক্ষায় পঁচাত্তর হাজারেরও বেশী পরীক্ষার্থী ছিল পুরনো সিলেবাসের। অস্থির পরিস্থিতিতে তাদেরও অনেকে পাস করতে পারেনি। এদেরকে আরো একবার পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার কথা নাকি কর্তৃপক্ষ ভাবছেন। খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই সাথে যারা সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য পাসের কোঠায় পৌঁছাতে পারেনি ও যারা একটা বিষয়ে ফেল করার জন্য ঠেকে গেছে তাদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা কি কর্তৃপক্ষ করতে পারেন না ? অতীতে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা আর কখনো যে অনুষ্ঠিত হয়নি তা তো নয়। সুতরাং রীতিভঙ্গ না করেও এ ব্যবস্থা করতে পারেন। অসফল পরীক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য এমন পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ যদি নেন তা হলে বহু ছাত্র-ছাত্রীই উতরে যেতে পারবে। বহু জনের উপকারে এটুকু সদাশয়তার পরিচয় দিলে তাঁদের কোন ক্ষতির ভয় আছে বলে তো মনে হয় না।